ভ.।ওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের সময় এবং বিএনপি-জামায়াত রকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদনঃ

১	২	৩	৪
ক্রমিক নং	উপ-খাত	আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের সময়	বিএনপি-জামায়াত সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়
১	**কমিউনিটি ক্লিনিক**		
	নির্মাণ	সরকারের বর্তমান মেয়াদে এ পর্যন্ত হতে নেয়া ১,৯০৫টির মধ্যে ১,৬৪১ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হয়েছে।	বিগত সরকারের সময় কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম বন্ধ ছিল।
	চালুকরণ	১৩,৫০০টির মধ্যে ১২,২৪৮ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে।	
	নিয়োগ প্রদান	১৩,৫০০টি কমিউনিটি হেলথ্ প্রোভাইডার পদের মধ্যে ১৩২৪০টি পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।	
	ঔষধ সরবরাহ	২০০৯ সালে ৫৮ কোটি টাকার ২৫ প্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১০ সালে ৯১ কোটি টাকার ২৫ প্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১১ সালে ১২৮ কোটি টাকার ২৮ প্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১২ সালে ৮০ কোটি টাকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। আরও ৫০ কোটি টাকার ৩০ প্রকার ঔষধ সরবরাহ প্রক্রিয়াধীন।	
	সেবা গ্রহিতার সংখ্যা	২০০৯ সালে ১,৪৬,২৭,৪১৬ জন সেবা গ্রহণ করেছে এবং ২,২২,৯০৫ জনকে উচ্চ পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে ২০১০ সালে ২,৩৬,৯১,৩০৬ জন সেবা গ্রহণ করেছে এবং ৪,৪০,৩৫২ জনকে উচ্চ পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে ২০১১ সালে ৩,৭২,৯১,৭৪৪ জন সেবা গ্রহণ করেছে এবং ৭,৭১,৩৯৫ জনকে উচ্চ পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে ২০১২ সালে ৪,৫৫,০৭,৫৭৬ জন সেবা প্রদান এবং ৭,৬০,৮৭২ জনকে উচ্চ পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে।	

	উপ-খাত	আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের সময়	বিএনপি-জামায়াত সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়
২	**অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন**		
	উপজেলা পর্যায়ে	ক. ১৩৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।	৩৮৯ টির নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল
		খ. ১৩৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১-৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।	৫২ টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১-৫১ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।
		গ. নবসৃষ্ট ১২টি উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজের আওতায় ৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে। বাকী ৩টির নির্মাণ শেষ পর্যায়ে আছে।	৫টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছিল।
		ঘ. লালমনিরহাট জেলার দহগ্রাম আঙ্গারপোতা ছিটমহলে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।	ছিটমহল এলাকায় ইতোপূর্বে কোন হাসপাতাল অবকাঠামো তৈরি হয়নি।
	জেলা পর্যায়ে	ক. ৩টি ৫০ শয্যা জেলা হাসপাতাল ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে (রাজবাড়ী, নড়াইল, গাজীপুর)।	১২টির নির্মাণ হাতে নেওয়া হয়েছিল
		খ. ৫টি ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। (মৌলভীবাজার, বিবাড়ীয়া, কক্সবাজার, কিশোরগঞ্জ, ফেনী)	৩ টি ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছিল
		গ. ৩টি জেলা সদর হাসপাতালে সিসিইউ নির্মাণ (কক্সবাজার, পটুয়াখালী, রাঙ্গামাটি) করা হয়েছে এবং এ বৎসর সকল জেলায় সিসিইউ নির্মাণ করা হচ্ছে।	যশোহরে ১টি করনারী কেয়ার ইউনিট নির্মিত হয়েছে।

	উপ-খাত	আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের সময়	বিএনপি-জামায়াত সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়
	মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত হাসপাতাল	ক. ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স নির্মিত হয়েছে।	৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল-কে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হয়েছে।
		খ. ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ হয়েছে।	
		গ. ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট খিলগাঁও জেনারেল হাসপাতাল চালু করা হয়েছে।	
		ঘ. ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি স্থাপন করা হয়েছে।	
		ঙ. বিএসএমএমইউ-কে সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে রূপান্তর করণ করা হচ্ছে।	
		চ. ১০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ নির্মাণ করা হচ্ছে।	
		ছ. ঢাকার শ্যামলী-তে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।	
		জ. ফৌজদারহাট ১০০ শয্যা বিশিষ্ট বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিস হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।	
		ঝ. ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ২টি ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। ১. খুলনা ২. পঞ্চগড়	এসময়ে এধরনের কোন বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মিত হয়নি।
		ঞ. ৫টি মেডিকেল কলেজ (খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, ফরিদপুর) আইসিইউ, ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট নির্মাণ করা হয়েছে।	৩টি ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট নির্মাণ করা হয়েছে।
		ট. ঢাকার ফুলিবাড়িয়াস্থ ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।	এধরনের কোন সরকারি হাসপাতাল নির্মিত হয়নি।
		ঠ. ৪টি মেডিকেল কলেজ একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে। (নোয়াখালী, পাবনা, যশোর, কক্সবাজার)	২টি (বগুড়া ও দিনাজপুর)
		ড. ৭টি নার্সিং ইন্সটিটিউট কলেজে উন্নীত করা হয়েছে।	কোন নার্সিং ইনস্টিটিউট কলেজে উন্নীত হয়নি।
		ঢ. মহাখালীতে ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী ও ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে।	কোন ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়নি।
		ণ. মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জন্য ২০ তলা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জন্য কোন আলাদা ভবন ছিল না।
		প. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ হেলথ ম্যানেজমেন্ট, সাভার নির্মাণ করা হচ্ছে।	এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়নি

	উপ-খাত	আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের সময় কাঠামোগত	বিএনপি-জামায়াত সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়
		ফ. ৫টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি (আইএইচটি) নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ৪টি নির্মিত হয়েছে (সিলেট, রংপুর, বরিশাল ও চট্টগ্রাম)। খুলনায় অগ্রগতি ৭০%।	২টি নির্মিত হয়েছিল।
		ব. ৫টি ট্রমা সেন্টার চালু করা হয়েছে (ফরিদপুর, টাংগাইল, ভালুকা, দাউদকান্দি ও ফেনী)। ৩টি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে (বাহুবল, ধামরাই ও লোহাগড়া)।	৫টি নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু চালু করা হয়নি।
৩.	স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ	ক. জরুরি প্রসূতি সেবা ১৫২টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	১৩২ টি উপজেলায় জরুরি প্রসূতি সেবা চালু ছিল।
		খ. টিকাদান কভারেজ ৮০.২%	৭৫%
		গ.টিকাদান কর্মসূচিতে **Hib** ভ্যাকসিন এবং **MR** ভ্যাকসিন যুক্ত হয়েছে।	১টি। হেপাটাইটিস বি যুক্ত হয়েছিল।
		ঘ. মেটারনাল ভাউচার স্কিম ৫৩টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	মেটারনাল ভাউচার স্কিম ৩৫টি উপজেলায় চালু ছিল।
		ঙ. ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর হার ৯৫%	৮৮%

	উপ-খাত	আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের সময় কাঠামোগত	বিএনপি-জামায়াত সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়
		চ. ৪৪টি জেলা হাসপাতাল, ১৯৩ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (১০টি নৌ এম্বুলেন্স সহ) অন্যান্য ৩০টি অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে মোট ২৬৭টি এম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে।	পূর্বে ৮২টি এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছিল।
		ছ. ঢাকা মেডিকেল কলেজ বার্ণ ইউনিট ১০০ শয্যায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সকল মেডিকেল কলেজে বার্ণ ইউনিট স্থাপনের কাযর্ক্রম শুরু হয়েছে।	পূর্বে ৪০টি শয্যা ছিল।
		জ. কালাজ্বর এ মৃত্যুর সংখ্যা ২০১০ সালে '০' তে হ্রাস পেয়েছে।	২০০৮ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৩০।
		ঝ. ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর সংখ্যা ২০১০ সালে ৩৭ এ হ্রাস পেয়েছে।	২০০৮ সালের মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১৫৪
		ঞ.ভেজাল মুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ঢাকার মহাখালীস্থ জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে একটি আন্তর্জাতিক মানের ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। দক্ষ জনবল সৃষ্টি করার জন্য দেশে এবং বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত আছে।	পূর্বে এ ধরনের কোন ফুড সেফটি ল্যাবরেটরী ছিল না।
৪.	চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন	ক. ৪টি নতুন মেডিকেল কলেজ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে (কিশোরগঞ্জ, কুষ্টিয়া, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা)	১টি (শহীদ সোহরাওয়ারদী মেডিকেল কলেজ)।
		খ. মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ৬২৯টি আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে।	এসময়ে কোন আসন বৃদ্ধি হয়নি।
		গ. ৩ বছর মেয়াদি মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে।	মিডওয়াইফারি কোর্স চালু ছিল না।
		ঘ. নার্সিং সেবার মান উন্নয়ন করার জন্য ৩ বছর মেয়াদি নার্সিং কোর্সকে ৪ বছরের উন্নীত করা হয়েছে।	
৫	স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন	ক. এডহক ভিত্তিতে ৪১৩৩ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।	জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় জরুরি ভিত্তিতে এরূপ কোনো চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়নি।
		খ.২৮.২৯ ,৩০ ও ৩১ তম বিসিএস এর মাধ্যমে ৬০৬৫ জন সহকারী সার্জন/ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে।	২১,২২,২৩,২৪,২৫ তম বিসিএস এর মাধ্যমে ৪৩৩৮জন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
		গ. ১৭৪৭ জন সিনিয়র ষ্টাফ নার্স নিয়োগ করা হয়েছে এবং ৫০০০ নার্স নিয়োগের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে।	২০০০ নার্স নিয়োগ হয়েছে।

	উপ-খাত	আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের সময়	বিএনপি-জামায়াত সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়
		কাঠামোগত	
		ঘ. সিনিয়র ষ্টাফ নার্সদের পদ মযাদা ২য় শ্রেনিতে উন্নীত করা হয়েছে। ঙ. ৮০০০ জন চিকিৎসকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। চ. স্বাস্থ্য খাতে ৬৪৪২ টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।	পূর্বে সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদমর্যাদা ৩য় শ্রেণির ছিল।
৬.	ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে স্বাস্থ্য প্রশাসন উন্নয়ন ও গতিশীলকরণ	ক. তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে (মোট ৪৮২টি হাসপাতাল) মোবাইল ফোন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালু হয়েছে।	এধরণের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালু ছিল না।
		খ. ৮টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হয়েছে। এর দ্বারা দূরবর্তী অঞ্চলের জনগণ বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারছেন।	
		গ. ৮০০টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে কম্পিউটার সরবরাহ করা সহ ইন্টারনেট সার্ভিসের আওতায় আনা হয়েছে। এর মাধ্যমে অনলাইন রিপোটিং এর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।	এধরণের কার্যক্রম চালু ছিল না।
		ঘ. সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়েব ক্যাম প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং করে যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড তাৎক্ষণিকভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে।	
		ঙ. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রক্রিয়া অনলাইনে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	
		চ. মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।	
		ছ. ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সংগ্রহ ও সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা ওয়েব পোর্টাল চূড়ান্ত করা হয়েছে।	

	উপ-খাত	আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের সময় কাঠামোগত	বিএনপি-জামায়াত সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়
৭.	নতুন আইন বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ও বিদ্যমান আইনের সংস্কার	ক. স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।	নিরাপদ রক্তসঞ্চালন আইন ২০০২ ও ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন,২০০৫ প্রণয়ন ছাড়া উল্লেখযোগ্য আইন/বিধি বা নীতিমালা প্রণয়ন হয়নি।
		খ. বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১১ (সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়েছে।	
		গ. বাংলাদেশ জনসংখ্যানীতি ২০১২ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে।	
		ঘ. বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন (সংশোধন) ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।	
		ঙ. বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।	
		চ. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধি ২০১১ অনুমোদিত হয়েছে	
		ছ. শতাব্দী পুরাতন অমানবিক কুষ্ঠ আইন লেপ্রসী এক্ট ১৮৯৮ মহান জাতীয় সংসদে বাতিল করা হয়েছে (জুন, ২০১০)।	
		জ. বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন (সংশোধন) ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।	
		ঝ. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।	

	উপ-খাত	আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের সময় কাঠামোগত	বিএনপি-জামায়াত সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়
৮.	আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কারলাভ।	১। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শিশু মৃত্যুহার কাঙ্খিত হারে কমিয়ে আনতে সক্ষম হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর ২০১০ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পুরস্কার গ্রহণ করেছেন।	এই সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি/পুরুস্কার লাভ হয়নি।
		২। স্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারি পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট" শীর্ষক সাউথ সাউথ এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।	
		৩। ইপিআই কার্যক্রমের সাফল্যের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৯তম সম্মেলনে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক আ.ফ.ম. রুহুল হক-কে এশিয়ার ১১টি দেশের প্রতিনিধি হিসেবে ২০১২-১৪ মেয়াদ **GAVI** বোর্ডের সম্মানিত সদস্য মনোনীত করা হয়েছে।	
		৪। নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য বাংলাদেশকে ২০০৯ সালে এবং ২০১২ সালে গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস্ এন্ড ইম্যুনাইজেশন (**GAVI**) শ্রেষ্ঠ এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।	
৯.	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সূচকের উন্নতি	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে ১.৩৭ উন্নীত হয়েছে।	২০০৮ সালে ছিল ১.৪১।
		শিশু মৃত্যু হার(১ বছরের নিচে) প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৪৩ হয়েছে	২০০৭ সালে ছিল ৫৩।
		মহিলা প্রতি গড় সন্তান গ্রহণ ২.৩- এ উন্নীত হয়েছে।	২০০৭ সালে ছিল ২.৭ ।
		মাতৃমৃত্যুর হার কমে ১.৯৪ হয়েছে (প্রতি হাজার জীবিত জন্ম)	২০০১ সালে ছিল ৩.২।
		পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার ৬১.২% এ উন্নীত হয়েছে।	২০০৭ সালে ছিল ৫৮% ।
		যক্ষা রোগ নিরাময়ের হার ৯২% এ উন্নীত হয়েছে।	২০০৭ সালে ছিল ৮৭% ।
		কুষ্ঠ এবং পোলিওমাইলাইটিস রোগ দৃশ্যতঃ নির্মূল হয়েছে।	
		গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭.৭ (৬৮) হয়েছে ।	২০০৮ সালে ছিল ৬৫।